কমিশন কর্তৃক ১৩/০৯/১১ তারিখে অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	:	১২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	রাউজান (চট্টগ্রাম) থানা মামলা নং-২০, তাং-২৬/০৬/২০০৪ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সিকদার, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-২ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) মাওলানা মোঃ হারুন অর রশিদ, সুপার, হযরত রুস্তম শাহ দাখিল মাদ্রাসা ও এতিমখানা, চকোরিয়া, কক্সবাজার; (২) জনাব মোঃ সফি শাহ, সেক্রেটারী, হযরত রুস্তম শাহ দাখিল মাদ্রাসা ও এতিমখানা, চকোরিয়া, কক্সবাজার।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামীদ্বয় কর্তৃক ভূয়া ভাউচারের মাধ্যমে চাউল ক্রয় দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	হযরত রুস্তম শাহ দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন এতিম খানাটি মূলতঃ স্থানীয় অনুদানের উপর নির্ভরশীল। সরকারি কোন অনুদান উক্ত এতিমখানা পায়না। আসামীগন কর্তৃক ২৮,৯০০/-টাকার চাল আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তকালে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্রে প্রমানিত হয়নি। খসড়া ক্যাশ বহিতে ৭টি ভাউচারের হিসাব লিপিবদ্ধ আছে, যাতে ২৮,৯০০/-টাকার চাল ক্রয়ের বিষয়টি উল্লেখ আছে। এছাড়া ১৯৯৯-০০ ও ২০০০-০১ বৎসরে মাদ্রাসার সার্বিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে। যাতে টাকা আত্মসাতের বিষয়টি ছিলনা। সার্বিক তদন্ত ও রেকর্ড পত্রে আত্মসাতের বিষয়টি প্রমানিত হয়নি।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন।